সমকাল

তারিখ 19 NOV 2013
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন

মূল্যায়ন | সুরাইয়া ইসলাম

সহকারী ইনস্ট্রাক্টর, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর

বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের মধ্যে প্রায় শতভাগ শিশু এখন বিদ্যালয়ে আসছে। বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তি (Enrollment) লক্ষ্যটি প্রায় অর্জিত হলেও শিশুদের যোগ্যতাভিত্তিক পাঠদানের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি। এ ক্ষেত্রে পাঠদানের গুণগত মান নিশ্চিত করতে হলে এর জন্য প্রয়োজন শিশুবান্ধব বিদ্যালয়, উপযুক্ত পাঠ্যক্রম, প্রশিক্ষিত শিক্ষক, উপযুক্ত পাঠদান পদ্ধতি ও শিশুদের সঠিক মূল্যায়ন।

বর্তমানে শিশুবান্ধব বিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। আধুনিক ও মানসম্মত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিশুদের পাঠদানের বিষয়টি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (PEDP-3) মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের বিষয়টি অত্যন্ত পরিকল্পনামাফিক চলছে। শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বশেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে, যোগ্যতাভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতি ও শিশুদের সঠিক মূল্যায়ন। এই পাঠদান পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন বিষয়টি তখনই উপযুক্ত ফল বয়ে আনবে, যখন যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন করা হবে। এই উদ্দেশ্যে যোগ্যতাভিত্তিক অভিক্ষাপদ প্রণয়ন করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

এ জন্য প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে যোগ্যতাভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছে। প্রতি বিষয়ের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতাকে ভেঙে শ্রেণীভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা এবং শ্রেণীভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। যে অভিক্ষাপদ বা প্রশ্ন দ্বারা একজন শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ থাকে, সেটাকে যোগ্যতাভিত্তিক অভিক্ষাপদ-প্রশ্ন বলা হয়। যোগ্যতাভিত্তিক অভিক্ষাপদ দ্বারা শিক্ষার্থীর কর্তৃত্ব, মেধা যাচাই ও মূল্যায়ন করা হয়।

যোগ্যতাভিত্তিক অভিক্ষাপদের পাশাপাশি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণও গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রশিক্ষণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যা অত্যন্ত জরুরি। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (NAPE) কর্তৃক আয়োজিত 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য যোগ্যতাভিত্তিক অভিক্ষাপদ প্রণয়ন, প্রয়োগ ও মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ' নেপের সম্মানিত বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় সারাদেশের উপজেলা-থানা রিসোর্স সেন্টারের ইন্সট্রাক্টর-সহকারী ইন্সট্রাক্টর এবং উপজেলা-রিসোর্স সেন্টারের ইন্সট্রাক্টর-সহকারী ইন্সট্রাক্টর এবং উপজেল-থানা শিক্ষা অফিসের সহকারী উপজেলা-থানা শিক্ষা অফিসারদের মধ্য থেকে কিছুসংখ্যক কর্মকর্তাকে ছয়দিনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, Master Trainer করা হয়েছে। Master Traineriv আবার PTI-সুপারিনটেনডেন্টের আয়োজনে আর কিছুসংখ্যক ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর-সহকারী ইন্সট্রাক্টর ও সহকারী উপজেলা-থানা শিক্ষা অফিসারদের TOT প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছেন। TOT প্রশিক্ষণ শেষে নিজ নিজ উপজেলা-থানা রিসোর্স সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত যেসব শিক্ষক প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করে থাকেন বা করবেন তাদের সারাদেশে একযোগে তিনদিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো অত্যন্ত চমৎকার, সময়োপযোগী এবং আধুনিক।

বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সমাপনী পরীক্ষায় এ বছর (২০১৩) ২৫ শতাংশ যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হচ্ছে। গত বছর (২০১২) ১০ শতাংশ যোগ্যতাভিত্তিক ছিল এবং ধাপে ধাপে শতভাগ যোগ্যতাভিত্তিক করা হবে।

শতভাগ যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, প্রয়োগ ও মূল্যায়ন করতে হলে শিখনের যে তিনটি ক্ষেত্র জ্ঞান, অনুধাবন এবং প্রয়োগ ব্যবহার করা হচ্ছে, সে তিনটি ক্ষেত্রের আরও ব্যাপক আলোচনা, প্রশিক্ষণ সময় বৃদ্ধি ও বিষয়গুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা, এটাকে বিষয়ভিত্তিক আকারে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং যেসব কর্মকর্তা শ্রেণী পাঠদান পর্যবেক্ষণ করে থাকেন তাদের এবং প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণটি বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।